দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 17 AUG 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

ঢাবি উপাচার্য নির্বাচন নিয়ে বিএনপি জামায়াতীদের চক্রান্ত

সোহেল তানভীর ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন মহল উদ্দেশ্যমূলক ষড়যন্ত্র শুরু করেছে বলে মনে

আগামী জাতীয় নির্বাচন প্রভাবিত করতে তৈরি হচ্ছে নীলনক্সা

করেন আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের প্যানেল নীল দলের সিনিয়র নেতারা। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮তম এই উপাচার্য নির্বাচন নিয়ে নীল দলের বিদ্রোহী প্যানেল, বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত সাদা দল ও বাম দলের নেতারা রয়েছেন ঐক্যবদ্ধ! তাদের দাবিও একই রকম। তাদের দাবি হচ্ছে– যে কোন প্রকারেই হোক উপাচার্য প্যানেল বাতিল করা। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গণমাধ্যমও উদ্দেশ্যমূলকভাবে এজেন্ডা নিয়ে নেমেছে। প্রতিদিন উপাচার্য প্যানেল বাতিলের জন্য উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ প্রকাশ করছে বিভিন্ন গণমাধ্যম। ২০১৯ সালের নির্বাচনের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করার জন্য এই ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে বলে *(১৯ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)*

ঢাবি উপাচার্য

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। ষড়যন্ত্র সফল হলে ২০১৯ সালের নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির মতো দেশকে অকার্যকর করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। ভিসি প্যানেল বাতিল হলে কারা উপকৃত হবে? এমন প্রশ্নও শোনা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন মহলে।

এদিকে আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল দলের সিনিয়র শিক্ষকরা বলছেন, জাতির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ২০১৯ সালের নির্বাচন। সেই নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন মহল উদ্দেশ্যমূলকভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করতে পারলে ষড়যন্ত্রকারীদের সকল ষড়যন্ত্র সফল হবে। আমরা যারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ লালন করি তারা কখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করতে দেব না। সকল ষড়যন্ত্র আমরা মোকাবেলা করব।

গত ২৯ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ ১৯৭৩ এর আর্টিক্যাল ১১(১) ধারা অনুযায়ী মহামান্য চ্যান্সেলর কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর